79

আজকের কাগজ

তারিখ ... 09.SEP 1996 ...
পৃষ্ঠা 7 কলাম ... 2 ...

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসে প্রধানমন্ত্রী

সরকার প্রত্যেক গ্রামে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছে

কাগজ প্রতিবেদক ঃ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, উন্নত রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিকাশ, আর্থ-সামাজিক উন্নতি ও দারিদ্র্যদূরীকরণে শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। তিনি বলেন, সরকার আগামী ১০ বছরের মধ্যে একটি শিক্ষিত ও আত্মনির্ভরশীল জাতি গঠন করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। গতকাল সকালে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে '১০ বছরের মধ্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার ভূমিকা' শীর্ষক এক আলোচনা সভায় প্রধানমন্ত্রী বক্তব্য রাখছিলেন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রাথমিক শিক্ষা ও গণশিক্ষা অধিদফতর আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উপলক্ষে এ আলোচনা সভার আয়োজন করে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, সরকার দেশের প্রত্যেকটি গ্রামে অন্ততপক্ষে একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রসার এবং ছাত্রদের মধ্যে বিনামূল্যে শিক্ষা উপকরণ সরবরাহের উদ্যোগ নিয়েছে। তিনি বলেন, তার সরকার বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন 'সোনারবাংলা' বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্বল্পতম সময়ে একটি সুশিক্ষিত জাতি গঠনের জন্যে শিক্ষানীতি প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, জাতীয় অগ্রগতিতে শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিক্ষাখাতকে সর্বাধিক অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। সংবিধানে শিক্ষাকে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব এবং জনগণের অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু তার সাড়ে তিন বছরের শাসনামলে দেশের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে জাতীয়করণ করেন। ৩৬ হাজার ১৬৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১ লাখ ৪৪ হাজার ৬৬০ জন শিক্ষক তখন সরকারি কর্মচারির মর্যাদালাভ করেন। শিক্ষা ব্যবস্থাকে আধুনিক ও বিজ্ঞানভিত্তিক করার জন্যে ডঃ কুদরত-এ- খুদার নেতৃত্বে একটি শিক্ষা কমিশনও গঠন করা হয়েছিলো। আলোচনা সভায় শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচকে সাদেক, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিব আমির-উল-মূলক সরফুদ্দিন, ডঃ সিদ্দিকুর রহমান এবং কাজী ফজলুর রহমানও বক্তব্য রাখেন।